বাবার রাজ্য – রাজীব হাসান

বাড়ির রাজ্যে বাবা রাজা
আমি তার সেনাপতি
রাজা ছাড়া আমি অচল
নাই যে কোনো গতি।

রাজার রাজ্যে রাজকুমারী
অতি আদুরে মেয়ে
রাজকুমার ছেলে আদুরে সবার মুখের চেয়ে।

রানী মা আছে সেই রাজ্যে রাজার পাশে স্থান
প্রজার কিছু হয় যদি তার
মনটা থাকে ম্লান।

রাজ্য আছে রাজা আছে
আছে বাবার ছায়া
প্রজার প্রতি রাজা রানীর
উজার করা মায়া।

বর্ষার কবি – মাহবুব-এ-খোদা

বর্ষা এলেই আকাশ ফুঁড়ে
বৃষ্টি পড়ে ডালে,
টাপুরটুপুর সুরের তালে
পড়ে টিনের চালে।
বর্ষা এলেই খালের জলে
ব্যাঙের ডাকাডাকি,
পুকুর-ডোবায় নয়া ব্যাঙে মেলে দুটি আঁখি।
বর্ষা এলেই রাস্তাঘাটে

কাদার ছড়াছড়ি,
কাদা জলে খোকা-খুকির চলে গড়াগড়ি।
কদম, কেয়া ফুলের মেলা চমক ডালে ডালে,
কী অপরূপ সজ্জা তাদের
এমন বর্ষাকালে।
বাদলধারার ঝমঝমাঝম
আঁকি শব্দছবি,
জলতরঙ্গে মুগ্ধ হয়ে
মন হয়ে যায় কবি।

মাকে ফেলে নয় – আতিকুর রহমান

বউটা পেলেই জান হয়ে যায়
মা হয়ে যায় পর
এমন পুরুষ আছিস যারা
একটু হিসেব কর।
তোকে ভবে আনতে যে মা
তীব্র ব্যথা সয়
তারে ব্যথা দিতে যে তোর কেমনে মনে কয়?
তোর কারণে কত শত
রাত জেগেছে মা
সময় ফুরার আগে গিয়ে
ধর না মায়ের পা।

বউকে ভালো বাসতে হবে মাকে ফেলে নয়
মায়ের পায়ের নিচে বেহেশত হাদিস কোরান কয়।

বর্ষাগীতি ছাদির – হুসাইন ছাদি

বর্ষা মানে ফর্সা কালো
দিন দুপুরে দেখা,
বর্ষা মানে হঠাৎ বৃষ্টি
হঠাৎ আলো রেখা।

বর্ষা মানে নদীর বুকে
অথৈজলের খেলা,
বর্ষা মানে কদম ডালে হলদে ফুলের মেলা।
বর্ষা মানে আকাশ পানে মেঘের লুকোচুরি,
বর্ষা মানে কবি’র গানে
নতুন স্বপ্ন-জুড়ি।
বর্ষা মানে আম কাঁঠালে
দেহে বাড়ায় পুষ্টি,
বর্ষা মানে ফল কুড়াতে
শিশুকিশোর মুষ্টি।

প্রকৃতির খেলা – সাঈদুর রহমান লিটন

চলো সবে দেখি চাঁদ,
আকাশ জুড়ে রূপের ফাঁদ,
মনে খুশির আর্তনাদ
মন খুশিতে বাঁধছে বাঁধ।
হৃদয় খোঁজে মনের বাঁক এই আনন্দে কাছেই থাক

□□ □□□□□ □□□□□ □□□□
□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□
□□□□□ □□□□ □□□□ □□□
□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□
□□□□□ □□□ □□□□ □□□
□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□
□□□□□ □□□ □□□□□ □□□,
□□□ □□□□ □□□□□□ □□□
□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□
□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□
□□□□ □□□ □□□□□ □□□
□□□□□ □□□ □□□□ □□□
□□□□□ □□□□ □□□□□□
□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□

□□□□ □□□□□ – □□□□□ □□□□□□

□□□□ □□□ □□□□ □□□
□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□
□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□
□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□
□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□
□□□□ □□□□□□ □□□□□□□
□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□
□□□□□□□□ □□□□ □□□□□
□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□
□□□ □□□ □□□□ □□□□
□□□ □□□□□ □□□ □□□□□
□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□
□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□
□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□
□□□□ □□□ □□□ □□□□
□□□□□□□□ □□□□ □□ □□

হবে আপন হবে সদয়

মায়াবতী – আনিতা

আজ কেন জানি শ্রান্ত নদীকে দেখে
এলোমেলো কিছু সৃতির ফেলে আসা অনুভূতি গুলোর কথা এই সচছ জলে ভেসে উঠছে থ
নীলাদ্রি তুই প্রায়ই আমায় বড্ড বেশি রাগানোর জন্য একটা নতুন নামকরন করতিস,
যে নাম গুলোর পেছনে থাকতো তোর যৌক্তিক সংগা আর আমায় নিয়ে ঠাট্টা করা।
কিরে গাধি!তুই বডড বোকা রেথ
বোকার মতোন কি করলাম শুনি?
তুই তো আজন্মই বোকা,
বোকা তোর বিবেকথ
যেখানে তোর কাছে সব সহজ
বোকা তুই কারণ তোর আস্থার
জায়গা হয় ভূলহ্মেত্র বিশিষ্ট থ
বোকা তোর হাসি যেখানে নিজেকে
লুকাস অন্যের মঙগল ভেবে।

বৃষ্টিস্নাত ভোর এবং তুমি – জান্নাতুন নাহার নূপুর

বৃষ্টিস্নাত নরম ভোরে
মনে পড়ছে তোমার সুরের পরশ!

যে সুরে বলেছিলে;”নন্দিনী আমি
তোমার হেমন্তবিলাস হতে চাই”।
গ্রীষ্মের তপ্তরোদ্র হয়ে দুচোখের
আগুন ঝরিয়েছিলাম তোমার কুসুম অন্তরীক্ষে। তবুও আহ! শব্দটি স্বশব্দে বলনি।
সয়েছো দিনের পর দিন
শত বিনিদ্র রাত
আমার শত শত অপমান আর কটুকাব্য!
সেই তুমিই ভালোবাসার চিঠি লিখেছো মেসেঞ্জারে। যে চিঠিতে ছিলো আমার স্বপ্নঘোর।
যে চিঠিতে ছিলো তোমার শাদা ভালোবাসা।
যে চিঠিতে ছিলো তোমার
স্বপ্নে ঝিয়ানো ৩০বছরের নন্দিনী।
যে চিঠিতে ছিলো তোমার অসময়ে অবুঝ আবেগ!
আর সেই চিঠি নিয়ে আমি করেছি উপহাস!
আজ সেই আমি তোমার নন্দিনী।
আজ এই নরম ভোরে মনে পড়ছে তোমার ভেজা অধরের উঞ্চ চুম্বন!

কই রে সেদিন কই? – নাসরীন জামান

টাপুর টুপুর মেঘলা দুপুর
মেঘের চাদর গায়
ঝুমুর ঝুমুর কোন সে নূপুর
বর্ষা রানীর পায়।
দৃষ্টি ছাওয়া উদাস হাওয়া বৃষ্টিমুখর দিন
কোন অজানায় যায় নিয়ে যায় বাজায় সুখের বীণ।
ফুটলো কদম বাজলো হৃদম

ছুটলো প্রেমিক দল
জুঁই চামেলির সুখের সে নীড় লুটলো শীতল জল।
কলার পাতায় সবুজ ছাতায় বর্ষা মাতায় মন
গায়ের কিশোর জমায় আসর
সৃষ্টি সুখের ক্ষণ।
বর্ষা বাদল বাজায় মাদল
সকাল দুপুর ওই
আষাঢ় শ্রাবণ নিত্য প্লাবন
কই রে সেদিন কই?

অপেক্ষা – বারী সুমন

চপলা কন্যার ভেজা চুলের ডগা থেকে
টুপটাপ, ফোটা ফোটা জল কণা
বিচ্ছুরিত হয়ে, নগ্ন পা বেয়ে মিশে যায় মাটিতে। গভীর তমানিশায় তার স্বপ্নে বিভোর এ মন,
ভুবন ভুলানো টোল পড়া গালে এক মুঠো রোদ্দুর খেলা করে।
তার মনের গহীনে আমি আজ নির্বাসিত
হৃদয় নদীতে কোষা ডিঙির পাটাতনে
আমি তার অপেক্ষায়!